মোটরসাইকেল শনাক্তে গরমিলে হাদি হত্যাচেষ্টা মামলায় নির্দোষ ব্যক্তি রিমান্ডে

সংগৃহীত ছবি

শরিফ ওসমান হাদির ওপর হত্যাচেষ্টার ঘটনায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেল শনাক্তে নম্বর ও মডেল দুটিতেই বড় ধরনের ভুলের তথ্য উঠে এসেছে। এই বিভ্রান্তির জেরে একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় তদন্তে চাঞ্চল্যকর গরমিল ধরা পড়েছে। সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যে মোটরসাইকেলটি হামলায় ব্যবহৃত বলে চিহ্নিত করেছিল, তা নম্বর ও মডেল উভয় ক্ষেত্রেই ভুল বলে তদন্তে উঠে এসেছে।

সূত্র জানায়, হামলায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছিল ঢাকা মেট্রো ল ৫৪-৬৩৭৬। অথচ গ্রেপ্তার আব্দুল হান্নানের মোটরসাইকেলের নম্বর ঢাকা মেট্রো ল ৫৪-৬৩৭৫। শেষ সংখ্যায় মাত্র এক ডিজিটের পার্থক্য থেকেই তদন্ত ভুল পথে এগোয়।

এই ভুল তথ্যের ভিত্তিতেই মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে আব্দুল হান্নানকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। পরে তাকে পল্টন থানায় হস্তান্তর করা হয় এবং একটি জিডির সূত্র ধরে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

রিমান্ড চলাকালেই নতুন তথ্য সামনে আসে। বিআরটিএর নথি অনুযায়ী, হান্নানের মোটরসাইকেলটি হোন্ডা হর্নেট নয়; সেটি একটি সুজুকি জিক্সার মডেলের। ফলে হামলায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেলের সঙ্গে এর কোনো মিল পাওয়া যায়নি।

আদালতে দেওয়া বক্তব্যে আব্দুল হান্নান নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেন, অসুস্থতার কারণে তিনি দীর্ঘদিন মোটরসাইকেল চালাননি এবং পরে সেটি একটি শোরুমে বিক্রি করেন। যথাযথ যাচাই ছাড়াই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

ঘটনাটি প্রকাশ পাওয়ার পর তদন্তের স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সংশ্লিষ্ট মহলে দাবি উঠেছে, দ্রুত পুনরায় তদন্ত করে প্রকৃত হামলাকারীদের শনাক্ত করা হোক।

সূত্র: চর্চা